বার্মায় মুসলিমদের গণহত্যা অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়েছে ও আরাকানের বর্তমান অবস্থা

পরম করুনাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

২০১২ সালের জুনে আরাকানে সহিংসতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উগ্রবাদী বৌদ্ধরা মুসলিম বিরোধী লিফলেট ও পুস্তিকা সারা বার্মাতে প্রচার করেছে। গত বছর ২০ থেকে ২৮ জুন ২৮টি মসজিদ ও হাজার হাজার মুসলিমদের ঘরবাড়ী বুদ্ধিষ্ট কুফফাররা পুড়িয়ে দিয়েছে। কোনও কারন ছাড়াই মুসলিম পরিবার,সম্প্রদায় ও বাচ্চাদের বিরুদ্ধে এই সহিংসতা; সুপরিকল্পিতভাবে সুসংগঠিত বৌদ্ধ দাঙ্গাকারীদের দ্বারা এর সিংহভাগ সহিংসতা হয়েছে। হামলা শুরু হয় মেইখটিলাতে যা অনেক প্রাচীন সমৃদ্ধশালী মুসলিম সম্প্রদায় ছিলো। পরে মান্দালায় প্রদেশ ও পশ্চিম পেগুর অন্যান্য শহরেও এই হামলা বিস্তৃতি লাভ করে। ১৩টি শহরে মসজিদ ও মুসলিম সম্পত্তিতে হামলা হয় এবং শুধুমাত্র মান্দালায় ত্যাগ করতেই ১৩০০০ মানুষ বাধ্য হয়। প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা আমাদের এটি মনে রাখতে হবে যে মান্দালায় প্রদেশ আরাকান থেকে অনেক দূরে এবং বার্মার অন্যতম মূল কেন্দ্র।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা এটা বৌদ্ধ সংখ্যাগুরুদের সাথে মুসলিম সংখ্যালঘুদের কোনও জাতিগত সংঘর্ষ নয়ঃ এটা একটি একপেশে ধারাবাহিক হামলা এবং প্রায় এই হামলা প্রাণঘাতী যা মুসলিমদের সম্পত্তি ও ব্যবসায় চালানো হয়; এসবই ঘটছে সরাসরি রাষ্ট্রীয় কতৃপক্ষের সম্মুখে।

বার্মার কর্মকর্তরা এবং সাধারন বৌদ্ধ নাগরিক সকলে একত্রিত হয়ে সারা বার্মায় বিভিন্ন গোপনীয় কৌশল ও পদ্ধতিতে যার মধ্যে আছে ব্যাপক হত্যা,সরাসরি গুলি নিক্ষেপ,নারীদের সম্ভ্রবহানী করা,সম্পদ ও অর্থ লুট,গণ গ্রেফতার,ঘর পুড়িয়ে দেয়া, মাদ্রাসার ছাত্র ও আলেমদেরকে জীবিত পুড়িয়ে মারা,পবিত্র কোরআন,মসজিদ এবং মাদ্রাসাগুলো ধ্বংস করার মাধ্যমে মুসলিমদের (রোহিঙ্গা মুসলিম, কামান মুসলিম এবং বার্মার মুসলিম) সমূলে উৎপাটনের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাঃ

মান্দালায় প্রদেশের মেইকটিলা শহরে মুসলিম বিরোধী আক্রমণ এবং দাঙ্গা সংগঠিত হয় এবং এতে একশতের মতো ঘরবাড়ী,যানবাহন,মোটরসাইকেল এবং মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। লোকজনদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, দা দিয়ে কুপিয়ে মারা হয়েছে এবং রাস্তার মধ্যে তাঁদেরকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এই ঘটনায় প্রায় ৫০ জনের মতো লোক মারা গিয়েছে

[আগুন দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা কিছু মুসলমানের ছবি]

[*বার্মার মান্দালায় প্রদেশে জ্বলন্ত একটি মসজিদের ছবি*]

২১শে মার্চ একটি মাদ্রাসার ২৮জন শিশু এবং ৪জন শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীরা মাদ্রাসাটি নিরাপত্তা দিতে এগিয়ে আসেনি যদিও মুসলিম সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিলো।সেখানে এখন ১৩,০০০ শরনার্থী রয়েছে; অধিকাংশই মেইখটিলা শরনার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। শরনার্থীদের সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা,পানি, এবং খাদ্যের কোনও ধরনের ব্যবস্থা নেই।

[কিছু মুসলিম ভয় ও আতঙ্ক সহকারে একটি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে]

মুসলিমদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার বিবরন নিম্নে দেওয়া হলোঃ

ঘটনা ১:

মিনগালার জাইয়ু গ্রামে ঘরবাড়ী পোড়ানোর মধ্যে মাদ্রসা হেমায়াতুল ইসলাম ছিলো সবচেয়ে বড়। ১৪৪ ধারার মধ্যেও উগ্রবাদী বৌদ্ধরা সারা রাত ধরে সাধারন মুসলিমদেরকে হত্যা করে,আক্রমণ করে এবং ঘরবাড়ী পোড়ায়। উগ্রবাদী বৌদ্ধদেরকে প্রতিহত করার জন্য নিরাপত্তারক্ষী এবং আর্মীদের পক্ষ থেকে কোনও ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রাত ৩টায় মাদ্রাসার পাশে একটি দয়ালু বৌদ্ধ পরিবার মাদ্রাসার ছাত্র ও উস্তাদদেরকে জীবন রক্ষার জন্য আশ্রয় দেয়। উগ্রবাদীদের দ্বারা রাত ৪টার মধ্যেই মাদ্রাসাটি পুড়ে ছাইয়ে পরিণত হয়।

[বার্মায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারা কিছু মুসলমানের ছবি]

সকাল ৬টায় বৌদ্ধ উগ্রবাদী দলটি ভয় ও ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘুমিয়ে থাকা সেই সকল মুসলিম ছাত্র ও শিক্ষকদের ঘরটির চারপাশে অবস্থান করে। তারা ঘরের মালিককে সকল মুসলিম ছাত্রদেরকে বের করে দেবার জন্য বলে এবং চিৎকার করতে থাকে লোহার তীর, তরবারী, ছুরি, লোহার রড, লম্বা বাঁশ এবং কাঠের লাঠি নিয়ে। বৌদ্ধ দয়ালু পরিবারটি তাদেরকে অনুরোধ করেছে তারা যেন এই সকল এতিম ও পিতামাতাহীন নিষ্পাপ শিশুদেরকে আক্রমণ না করে যারা শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করার জন্য অনেক দূরের এলাকা থেকে এখানে এসেছে। সন্ত্রাসীরা বৌদ্ধ সেই ঘরটিতে মশাল নিয়ে যায় মুসলিম ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে বের করে আনার জন্য।

[ধ্বংসযজ্ঞের ছবি]

[ধ্বংসযজ্ঞের ছবি]

[২০১২ সালের ২২শে মার্চ কেন্দ্রীয় বার্মার মেইখটিলাতে এক মুসলিম তরুণকে রাস্তার উপর জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়]

ঘটনা ২

মাটিল্লার নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে বৌদ্ধ জনতা দ্বারা মুসলিমদের স্বর্নের দোকান ধ্বংস করা হয়েছে এবং তারা সমাবেশ ঘটিয়ে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য চেষ্টা করেছিলো। স্বর্নের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বাকবিতন্ডার জের ধরে এই দাঙ্গার সূচনা হয়েছিলো।

[ধ্বংসযজ্ঞের ছবি]

দাঙ্গার সূত্রপাতের বিবরন: একজন বৌদ্ধ মেয়ে মুসলিম স্বর্নের দোকানে আসে এবং দোকানের মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সাথে বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হয় কারন ঐ মেয়েটির প্রবনতা ছিলো ইমিটেশনের স্বর্ন বিক্রি করার। পরবর্তীতে মেয়েটি বাড়িতে চলে যায় এবং ঐ মেয়েটি এই বিষয়ের সমাধানের জন্য তার গ্রামের লোকজনকে নিয়ে বাকবিতন্ডা করতে আসে। কিছুক্ষন পর ঐ মেয়েটির গ্রামের লোকজন স্বর্নের দোকানটি ধ্বংস করে ফেলে

এবং পাশে থাকা অন্যান্য মুসলিমদের দোকানও ধ্বংস করে এবং এখন স্থানীয় পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা বৌদ্ধ পরিবারের লোকদেরকে সরিয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে তা অত্যন্ত ভয়ংকর যে মায়ানমারের কেন্দ্রস্থলের মান্দালায় প্রদেশের শয়তানোয়চিত বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক ভিরাথুর নেতৃত্বে বৌদ্ধ ধর্মের বৌদ্ধ উগ্রবাদীরা এই দাঙ্গা সংগঠিত করেছিলো। এর পাশাপাশি কিছু এনএলডি সদস্য পুরো প্রদেশে ইসলামভীতিমূলক বিভিন্ন প্রচারনা চালিয়ে এই দাঙ্গাকে সংগঠিত করেছিলো।

[ধ্বংসযজ্ঞের ছবি]

ঘটনা ৩

২০১৩ সাল ২রা এপ্রিল। আনুমানিক রাত ২ টা ৪৫ মিনিটের সময় সারদিকিয়াহ ইসলামিক ধর্মীয় বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয় যাতে অন্তত ১৩ শিশু শিক্ষার্থী জীবন্ত দগ্ধ হয়ে যায়। ইয়ানগনের বটাটাউং টাউনশিপের ৪৮তম সড়কে এ ঘটনা ঘটে। সরকার দ্রুত ঘোষণা করে মাসজিদে ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক তারের সংযোজনের ফলে আগুনের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা লোকজনকে মাসজিদ ভবনে পেট্রোল বোমা ছুঁড়তে দেখেন বলে জানান।

[১৩জন মাদ্রাসা ছাত্রকে এই মাদ্রাসায় পুড়িয়ে মারা হয়েছে]

[এই গণহত্যা বন্ধের জন্য বার্মার মুসলিমরা হাত তুলে দোয়া করছেন]

বিদ্যালয়টিতে গ্যাসোলিন বা পেট্রোলিয়ামের মতো কোনও অগ্নিদাহ্যও মজুত ছিল না। দগ্ধ মৃতদেহ এক সাথে একই জায়গায় পাওয়া যায়। তাদের একজন বিন্দুমাত্র পুড়েনি। তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো তিনি যেন বিছানায় শায়িত অবস্থায় আছেন। প্রশাসন ঘোষণা করে বৈদ্যুতিক অভিঘাতের দরুন

আগুনের উদয় হয়। কিন্তু বিদ্যালয়টির পার্শ্ববর্তী এলাকার জনতা আগুন প্রজ্বলিত হওয়ার ২ ঘণ্টা পূর্বে একটি অট্ট আঘাতের আওয়াজ শুনতে পান। লোকেরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকার দরুন এই আওয়াজ কোথা থেকে আসে তাতে মনোযোগ দেননি। মৃতদেহগুলি হাসপাতাল শবাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। আর যেসব শিক্ষার্থীরা পালাতে সক্ষম হয় তাদেরকে একটি শিবিরে রাখা হয়। এলাকার একজন বাসিন্দার অভিমত অনুযায়ী এটা কোনও বৈদ্যুতিক অভিঘাত
ছিলো না, নিঃসন্দেহে তা অগ্নিসংযোগ ছিলো।

[ধ্বংসযজ্ঞের ছবি]

[ধ্বংসযজ্ঞের ছবি]

কেন্দ্রীয় বার্মার শহর মেইটকিলায় বাস্তবে কি ঘটেছিল প্রতিবেদনের মাধ্যমে তা এখনও ফাঁস হচ্ছে। অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তিবর্গ (আইপিডি'স) কথা বলতে শুরু করেছেন ও পুরো বিশ্বকে অবহিত করে চলেছে তারা স্বচক্ষে কি দেখেছিলেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, বিশ্বস্ত সুত্রে পাওয়া নিম্নলিখিত একটি বাস্তব ঘটনা যা আপনাদের সাথে আমাদের ভাগ করা প্রয়োজনঃ
“তারা আমার সামনে তাদের প্রহার করে। আমি দেখছিলাম। আমি এখনও তা দেখতে পাই।” নুর বি কাঁদছিলেন যখন তিনি ওই মুহূর্তগুলি বর্ণনা করছিলেন যখন তার স্বামী ও ভাইকে তার চোখের সামনে হত্যা করা হয়। তারপর তিনি মেইখটিলা থেকে পলায়ন করেন।

হুজুগে জনসাধারণ পুলিশের চেয়ে অধিক সংখ্যক ছিল যাতে পুলিশবাহিনী অক্ষম ছিল তাদের হাত থেকে সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রতিরক্ষা করতে। ৩ বছরের শিশুর জননী ২৬ বছরের তরুণী এখন বিধবা।

ইন্ডাও এর মুসলিম বিদ্যালয়ের মাঠে প্রতিষ্ঠাপিত অস্থায়ী আইডিপি শিবির যা মেইখটিলা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ও যেভাবে সবিস্তারে বর্ণনা করছিলেন এই শিবির থেকে, তার আশপাশের মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পর্যন্ত তার অগ্নিপরীক্ষার ঘটনা শুনে তাদের অশ্রু ধরে রাখতে পারেননি।

“তারা তাদের প্রহারের পর প্রহার করছিলো। তারা যখন তাদের অগ্নিদগ্ধ করে তখনও আমার স্বামী ও ভাই জীবিত ছিলেন।তাদেরকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হয়।” তার চেহারা দিয়ে অশ্রু বয়েই যাচ্ছিলো যখন তিনি তার স্মৃতি বর্ণনা করছিলেন।

“যখন তারা অগ্নিদগ্ধের সমাপ্তি করলো, আমাদেরকে তাদের সামনে মাথা নত করতে বলল। আমরা মক্কার দিকে মাথা নত করলাম আর তারা আমাদের প্রহার করতে লাগলো।” নুর দ্বিধা বোধ করছিলেন, মনে হচ্ছিলো তিনি হয়তো তার অগ্নিশিখার পরের অংশ বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

“পুলিশ সন্ন্যাসী ও হুজুগে জনসাধারণকে আমাদের প্রহার করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করছিলো। পুলিশ তাদের আশ্বাস দেয় যে আমাদেরকে দিয়ে সন্ন্যাসীদের সামনে মাথা নত করাবে।” তার এই বর্ণনা শুনে শ্রোতাদের চেহারায় পরিষ্কারভাবে নিদারুন বিরক্তির ছাপ দেখা যাচ্ছিলো।

“তারা আমাদেরকে তাদের ইবাদাত করতে বাধ্য করে। আর তাই আমরা ওইদিন বেঁচে ছিলাম” তিনি মাটির দিকে দৃষ্টি ফেলেন, আমার বা অন্য কারও চোখের সাথে চোখ মিলাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কেউ তার নিন্দা করেনা; মুসলিমরা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ’র (সুবহানাহু ওয়া তা’আলা) সামনে মাথা নত করেন সালাতরত অবস্থায়, কিন্তু এই পরিস্থিতি ছিল জীবন মৃত্যুর। তার আশপাশের আইডিপিরা, নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ - যারা সবাই মুসলিম - তা উপলব্ধি করতে পারেন অন্য কারও চেয়ে বেশি।

যে সন্ন্যাসীরা আমাদের কাছ থেকে ইবাদাত চেয়েছিলো তারা সবাই যুবক ছিল। নুর বি কেও প্রহার করা হয় যখন তিনি তার তিন বছরের ছেলে সন্তানকে আঁকড়ে ধরে রাখছিলেন যেকারনে তার সন্তান তার হাত থেকে পড়ে যায়। একজন বৌদ্ধ নারী আশ্রয় দান করে ও নিরাপদে নিয়ে এসে তার সন্তানকে রক্ষা করেন।

১৫ জন নারীকে একটি পুলিশ ট্রাকে উঠিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশেরা তাদেরকে শান্ত থাকতে বলে কারণ তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হতো অন্যদের উদ্ধারের জন্য।

নুর বি'র বিবরণ স্বতন্ত্র নয়। ষোল বছর বয়সী মুহাম্মাদ (নিরাপত্তাজনিত কারণে ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হচ্ছে) তার চোখের সামনে তার বন্ধুদের হত্যা করতে দেখেন। সঙ্ঘাত ২০ সে মার্চ শুরু হয় স্বর্ণালংকারের দোকানে একটি বিবাদের সূত্র ধরে যার ফলে মেইখটিলায় হুজুগে জনগণ সংখ্যালঘু মুসলিমদের হামলা করতে শুরু করে।
মুহাম্মাদ ও তার সহপাঠীরা লুকিয়ে পড়েন যখন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাদের আবাসিক বিদ্যালয় পুড়িয়ে দেয়। পরদিন সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে ৩ টি ট্রাকে করে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে শিক্ষার্থীদেরকে নিরাপদ স্থানে পৌছাতে।

মুহাম্মাদ ও তার সহপাঠীদের পুলিশ তাদের ট্রাকে উঠতে নির্দেশ দেয়। সেখানে শুধু একটি মাত্র সমস্যাই ছিলো; তাদেরকে ট্রাকে উঠতে হবে আর সন্ন্যাসীরা তাদের ও নিরাপত্তার মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে ছিলো।

"শেষবার আমি যখন ঘটনাটি স্মরণ করছিলাম আমি অসুস্থ অনুভব করছিলাম" তার চোখ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মুহাম্মাদ আমাকে বলেন যে তিনি ভালোভাবে ঘুমোতে পারছেনা ও গতরাতে তিনি দুঃস্বপ্নও দেখেছেন। "পুলিশ সাথে থাকা সত্ত্বেও বৌদ্ধরা আমাদেরকে তাদের এলাকা দিয়ে হাঁটতে দেয়নি। আমাদেরকে চেষ্টা ও আশপাশে ঘুরতে হচ্ছিলো। যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ নিয়োজিত ছিলোনা আমাদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য" দুঃখে ভরা তার দু'চোখ।

"আমাদের হাত মাথায় দিতে হয়, তাদের সামনে মাথা নত করতে হয় ও সন্ন্যাসীদের সামনে সম্মানরত অবস্থায় হেঁটে যেতে হয়" মুহাম্মাদ তার হাত মাথার উপর তুলে তার দু'হাতের তালু একত্রে করে তাদেরকে কি করতে বাধ্য করা হয় এর দৃষ্টান্ত সরূপ। "তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে শুরু করে। আমি আমার বন্ধুদের হত্যা দেখেছি"

"আবু বকর যখন ট্রাকে উঠতে চেষ্টা করে তারা তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় ও তাকে আঘাত করতে শুরু করে। তারা যখন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে তখনও সে জীবিত ছিলো। সে উঠে দাড়ায়, তখন তারা তার পেটে তরবারি ধারা আঘাত করে ও তরবারি মোচড়াতে থাকে তার পেটের ভিতর" মুহাম্মাদ দীর্ঘশ্বাস নেয়, তার দু' হাত কঠিন হয়ে দৃঢ়মুষ্টিতে ধারন করে।

"আমি এখনও তা দেখতে ও শুনতে পাই" তাকে সহায়তা দিতে তার পাশে তার পরিবারের লোকজন দাঁড়ান। তার চাচা তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন এই তরুণ ছেলের যে দুর্দশা সহ্য করতে হয়েছে তা একটু হালকা করার প্রয়াসে। মুহাম্মাদ আমাকে জানান যে এই হুজুগে জনসাধারণের মাঝে কিছু নতুন মুখ ছিলো; তারা লম্বা লাল চুল বিশিষ্ট ছিলো।এভাবেই মুহাম্মাদ তাদের বিবরণ দেন।

একশ জন মানুষ পুলিশের ট্রাকে উঠতে হাটা শুরু করেন। পরিশেষে ২৫ জন শিক্ষার্থী ও ৪ জন শিক্ষককে হত্যা করা হয়। তাদেরকে আঘাত, ছুরিকাঘাত ও জীবন্ত পুড়ানো হয়। একাত্তর জন বেঁচে যান কিন্তু মানসিকভাবে তারা আজীবনের জন্য ভীতসন্ত্রস্ত। এর প্রমানস্বরূপ অসংখ্য ছবি ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষী আছে যে বিবরণগুলির একটি অপরটিকে সমর্থন করে।

[অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে কিছু বৌদ্ধ কুফফার]

[অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে কিছু বৌদ্ধ কুফফার]

মেইখটিলার সংঘাত কেন্দ্রীয় বার্মা জুড়ে মুসলিম বিরোধী স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় যার ফলে ব্যপক পরিমানে ঘরবাড়ি, মাসজিদ ও দোকানপাট ধ্বংস করা হয়।

২০১২ সালের গ্রীষ্মকালে সারা বিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে রাখাইনরা কীভাবে মশাল নিয়ে রোহিঙ্গাদের গ্রাম ও শহর থেকে অপসারন করে

আমরা পর্যবেক্ষণ করছি যে রক্তপিপাসুরা আবার "হামলা'র" ডাক দিচ্ছে। অবরোধ আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে যাতে করে রোহিঙ্গাদের তাদের গ্রাম ও বন্দী- শিবিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। পুলিশের উপস্থিতি গড়ে তোলা হচ্ছে তার মূল শক্তি ছাড়িয়ে। চতুর্দিকে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি যখন থেইন সেইনের সেনাবাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছে রাখাইনদের সুসংগঠিত হত্যাসাধন ও লুণ্ঠনে সাহায্য করতে যা দিগন্তে ঠকঠকি করছে।

আরাকান রাজ্যের মংডুতে নাসাকা (সীমান্তরক্ষি পুলিশবাহিনী) রোহিঙ্গা গ্রামবাসীদের আহবান জানায় তাদের ইচ্ছা অনুসারে নতুন আইন যা তারা আরোপ করবে; সে ব্যপারে আয়োজিত লেকচারে উপস্থিত থাকতে। এইসব মতবিনিময় সভায় গ্রামের নেতারা ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতারা, নাসাকা পূর্বের চেয়ে আরও কঠিন দাবী জানায়। এখন রোহিঙ্গাদের রাত ১০ টা থেকে ভোঁর ৬ টা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হতে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। কোনও রোহিঙ্গা তাদের গ্রামের সীমানার বাইরে যেতে পারবেনা। কৃষকদের তাদের জমি দেখাশুনা করতে যেতে হলে তা অবশ্যই নাসাকার অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। আগত পরিবার সদস্যদের নথিভুক্ত হওয়া আবশ্যকীয় এবং অবশ্যই নাসাকা রক্ষি বাহিনীর কাছে তার বিবরণী পেশ করতে হবে। আর কাউকে এই বিধি ভঙ্গাবস্থায় পাওয়া গেলে শাস্তির জন্য স্থানান্তরিত করা হয় নাসাকা বাহিনীর ইচ্ছানুসারে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, এমন কোনও ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি যেটাকে নাসাকা বাহিনী কর্তৃক 'ওকে' স্বরূপ কোনও ইঙ্গিত দেয়া হয়নি তাদেরকে চরমভাবে শাস্তিভোগ করতে হয় সেনাবাহিনী বা পুলিশের হাতে। এটা উল্লেখ করা জরুরী একারণেই যে নাসাকারা পরোয়া করেনা কীভাবে বাড়িটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের শুধু কিছু ওজরের প্রয়োজন যখন রোহিঙ্গাদেরকে আক্রমণ করা হয়, তাদেরকে কারাগারে স্থানান্তর করা হয় বা তাদের ঘরবাড়িতে নির্যাতন করা হয়। এটা কোনও বিষয় না বাড়িটিতে রাখাইনরা আগুনে বোমা মেরেছে কিনা। এর মূল্য রোহিঙ্গাদেরকেই দিতে হবে। এটা উল্লেখ করা জরুরী যে এই অঞ্চলে নতুন করে পুলিশের উপস্থিতি রোহিঙ্গাদের রক্ষা করতে নয় বরং রাখাইনদের সমর্থন দিতে। রূঢ় নতুন আইনটি রাখাইনদের উপর প্রযোজ্য নয়। এই আইনটি শুধুমাত্র রোহিঙ্গাদের একই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করে রাখতেই আরোপ করা হয়েছে যাতে করে তাদের সহজভাবে আক্রমণ ও হত্যা করা যায় রাখাইনদের সৈন্যযোজনের মাধ্যমে। মংডু অঞ্চলে এটি একটি পরিমিত পদক্ষেপ যা পরবর্তী জাতিগত নির্মূলের তরঙ্গ।

বাংলাদেশ শরণার্থী শিবিরে বসবাসরত রোহিঙ্গা মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির একটি দুঃখ বিজড়িত স্থান। মানুষেরা অসাধ্য একটি পরিস্থিতির মাঝে নিশ্চল হয়ে আছেন। শুধুমাত্র জীবন নিয়ে নিজেদের বাসস্থান থেকে পালিয়ে পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্রতম ও অতিপ্রজাত দেশে এসে পাড়ি জমান। তারা এমন শিবিরে বসবাসরত যেখানে তাদের কাজ করার অনুমতি নেই। যেখানে তাদের গুটিকয়েক বিকল্প আছে, আছে অল্প সম্পদ, আর আছে ক্ষুদ্র কিছু আশা।

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে প্রবেশ করে তাদের আলোকচিত্র করা প্রায় অসম্ভব। বিশ্বের দরবারে রোহিঙ্গাদের ঘটনা তুলে ধরা হোক বাংলাদেশের মুরতাদ সরকারের কোনও কৌতূহল নেই এব্যপারে। সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার দেয়া হয় না।

শত শত হাজার হাজার মানুষ আটকে আছে নরকের প্রান্তে। তারা সামনে এগোতে অপারগ, পিছনে ফিরে যেতেও অপারগ। তারা রোগাক্রান্ত হয়ে, অপুষ্টিতে ভোগে, বৃদ্ধ হওয়ার দরুন, প্রসবাবস্থা ও আমি মনে করি অনেকেই হতাশার কারণে মারা যাচ্ছে। তাদেরকে ফাদে আটকানো হয়েছে. . . এই আশায় যে হয়তো কোনও একদিন বিশ্ব তাদের দিকে নজর দিবে।

আরাকানে মুসলিমরা সুরক্ষিত নয়। মংডু ও আকিয়াবে নিরাপত্তাবাহিনীরা (নাসাকা, হ্লুনটিন ও পুলিশ) হত্যাকারী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। অসহায়দের প্রতিরক্ষা, পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করা, আইন শৃঙ্খলা পুনর্বহাল করার পরিবর্তে তারা মুসলিম গ্রামগুলোতে তাণ্ডব চালায় ও দগ্ধ করে দেয় এবং আগুনে প্রজ্বলিত ঘরবাড়ি থেকে পলায়নরত মানুষদের উপর গুলিবর্ষণ করে। মুসলিমদেরকে রীতিবদ্ধভাবে হত্যার প্রকল্পে আকিয়াব ও মংডু শহরে কার্ফু জারী করা হয়। কার্ফুর পর আরাকানের রাখাইন গুণ্ডারা রাস্তায় নেমে আসে তথাকথিত নিরাপত্তাবাহিনীর সাথে। পুলিশ মুসলিম গ্রামগুলোতে ঢুকে মুসলিমদের হত্যা করতে শুরু করে। অগ্নিদগ্ধ ও লুট করে তাদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ।

উৎসঃ

(ইকো অব জিহাদ সেন্টার ফর মিডিয়া)

দ্যা গ্লোবাল ইসলামিক মিডিয়া ফ্রন্ট

মুজাহিদীনদের খবরাখবর পর্যবেক্ষণ করছে ও মু'মিনদের উদ্বুদ্ধ করছে

অনূবাদনায়ঃ

আনসারুল্লাহ বাংলা টিম